অমৃত বাজার পত্রিকা

৩য় ভাগ { ৩১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ ... ই সেপ্টম্বর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ } ৩, সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

৩১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

দুর্গোৎসব সন্নিকটে। যে সকল গ্রাহক মহাশয় দিগের নিকট পত্রিকার বাবদ পাওয়ানা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্বস্ব দেয় মূল্য সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাহারা বৎসরের প্রথমাবধি কাগজ লইতেছেন, অথচ অদ্যাবধি মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা পূজার পূর্ব্বে তাঁহাদের দেনা পারিশোধ না করিলে ইহার পর তাঁহা দিগকে বিনা অগ্রিম হারে মূল্য দিতে হইবে।

এখানকার পোষ্টাফিসে কিছু অসুবিধা থাকায় গ্রাহকগণ মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ বিলম্বে অমৃতবাজার পত্রিকা পাইয়া থাকেন। ইহা নিবারণার্থে আমরা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করি এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা সত্বর গ্রাহ্য করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। গ্রাহকগণের আর এনিমত্ত কষ্ট পাইতে হইবেনা।

মেনপ্রাইজ নামক আইনের বলে আমীর খাঁকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আনষ্টি সাহেব আবেদন করেন কিন্তু বিচার পতি নরম্যান তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণ সপ্রমাণ হইল যে গবর্ণর জেনারলের ক্ষমতা এখানে কাহারো অতিক্রম করিবার যো নাই। আমরা দোষী হই আর নির্দোষী হই, তিনি ইচ্ছা করিলে যত দিন ইচ্ছা আমাদিগকে কারাগারে পচাইতে পারেন। হিবিয়াস করপাস সম্বন্ধে বিচারপতি নরম্যান যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহার বিরুদ্ধে আপীল করিবার অনুমতি চিফজষ্টিসের নিকট চাওয়া হয়। তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন কিন্তু পূজার মধ্যে আমীর খাঁর বিচার হইতে পারে না বলিয়াছেন। সুতরাং আর তিন মাস তাহার জেলখানার যাবদিক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। আমীর খাঁ যেরূপ বৃদ্ধ ও তাহার স্বাস্থ্য যেরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে শুনিতেছি তাহাতে হয়ত তাঁহাকে আর পার্থিব কোন বিচারালয় উপস্থিত হইতে হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট এবৎসর ইনকমট্যাকস কমাইলেন না। এখন আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে যদি লোকের সেই টাকাই লাগিল, ইহার উপর আর অত্যাচার না হয়। কমিশনার, কি রেবিনিউ বোর্ডের যেরূপই মনোগত ইচ্ছা থাকুক না কেন, অত্যাচার হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ রূপে আসেসর গণের হাতে। অনেকে বলেন আসেসর কর্ম্ম করাই অন্যায়, কিন্তু আমরা তত দূর যাই না। তবে এবার আসেসর গণের হাতে যে বিষম গুরুতর ভার তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য বারে যাহা করিয়াছেন তাহাতে তত বেশী আসে যায় নাই, এবারে যাহার প্রতি অন্যায় হইবে তাহারি সর্ব্বনাশ হইবে। এবার আপত্তিও অনেক পড়িতেছে, পড়িবার কথাই। ৪ টাকা কি ৬ টাকা ধরিলেই পূর্ব্বে লোকে অমনি দিয়াছে, কারণ ট্যাকস হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত যে ব্যয় হয় তাহা ট্যাকস অপেক্ষা অধিক। যাহা হউক আমরা ভরসা করি আসেসর মহাশয় গণ এবার একটু সতর্ক হইয়া কায করিবেন।

এ বৎসর মেডিকেল কালেজ খুলিবার উপলক্ষে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী একটী বক্তৃতা দেন। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী অতিশয় পণ্ডিত এবং তিনি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহাতে লোকের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব নিবন্ধন নেটিব ডাক্তারেরা চিকিৎসা শাস্ত্রে যথোচিত জ্ঞান পায় না। এপর্য্যন্ত কয়েক জন ডাক্তার খান কয়েক পুস্তক বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র, এ বিষয়ে আরো মনো যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বস্তুত এদেশীয় নেটিব ডাক্তার গণের হাতে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করেন, তাহার মত তাহারা কিছুই শিক্ষা পান না। কালেজে তাঁহারা যে তিন বৎসর থাকেন, তাঁহাতে সুবিধা পাইলে তাহারা বিস্তর অভ্যাস করিতে পারেন। মেটিরিয়া মেডিকা, প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রভৃতি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ রূপে অনুবাদ না করিয়া যদি এদেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা নিজ পরীক্ষার ফল সহ রচনা করেন, তবে বিশেষ উপকার হইতে পারে। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী হয়ত এত দিন বাঙ্গলা ভুলে যান নাই, তদ্ভিন্ন ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে, জগবন্ধু ভদ্র, দুর্গাকুমার অধিকারি, তিনকড়ী কর প্রভৃতি পুরাতন চিকিৎসক গণ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের বিশেষ মঙ্গল করিতে পারেন।

আমরা গত বার বলিয়াছি যে ষ্টিফিন সাহেবের সংশোধিত পেনেল কোড সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সভাতে প্রত্যার্পিত হইয়াছে। ষ্টিফন সাহেব তাহার সংশোধিত আইনের ১২১ ও ১২৪ ধারা পেনাল কোডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্গত এবং ২২৫, ২৯৪ এবং ৩৫৪ ধারা আইনে সন্নিবেশিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ১২১ ধারার অপরাধ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করিলে, পোলিস অপরাধীকে বিনা ওয়ারেণ্টে ধরিতে পারিবেন না, অপরাধী ওয়ারণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইবে, তাহার জামিন লওয়া হইবেনা এবং দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত অথবা পরিশ্রম কি বিনা পরিশ্রমে দশ বৎসর কারারুদ্ধ হইতে হইবে। ১২৪ ধারা অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের উপর বিতরাগ জন্মাইবার যত্ন করিলে, উপরের নিয়মানুসারে সকল কার্য্য হইবে। তবে অপরাধী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত অথবা তিন বৎসরের নিমিত্ত পরিশ্রম কি বিনা পরিশ্রমের সঙ্গে কারারুদ্ধ ও জরিমানা যোগ্য হইবে কি কেবল জরিমানা যোগ্য হইবে। উপরি উক্ত উভয় ধারানুযায়ী অপরাধ সেসনে বিচার্য্য।

ইনকমট্যাকস রহিত করিবার প্রার্থনা করিয়া ভরতবর্ষবাসী মাত্র একত্রিত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট যে আবেদন পাঠান, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা সম্ভবতঃ আগামিতে এসম্বন্ধে বিস্তার করিয়া লিখিব।

ইনকম ট্যাকস উঠিয়া যাওয়ার আশা অন্তহিত হওয়ায় ইংরাজী পত্রের সম্পাদক গণ কলিকাতায় একটী বৃহৎ সভা অধিবেশন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। এখানে সকলে সমবেত হইয়া এইরূপ এক খানি আবেদন করিতে হইবে যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উপর আমাদের সমুদায় বিশ্বাস গিয়াছে। এরূপ একটী কিছু করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভরসা করি কলিকাতা বাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি গণ এই বিষয়ে সকলের উৎসাহ থাকিতে২ এই মহাব্যাপার কার্য্যে পরিণত করিবেন।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

এক্ষণ কি করা উচিত।

ইনকম ট্যাকস স্থগিত করিবার প্রার্থনা করিয়া কলিকাতার বণিক সমাজ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন এবং সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সুনিষ্ট বাক্যে তাহা নামঞ্জুর করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইংরাজ মাত্রে (আমরা দেশীয় দিগের কথা বলিতেছি না) প্রথমাবধি ইনকম ট্যাকসের বিপক্ষ, তবে গবর্ণমেণ্টের অর্থের অপ্রতুল হইয়াছে শুনিয়া তাঁহারা ইহা এক রূপ দিতে সম্মত হন, কিন্তু তাহার পর শুনিলেন যে, ধনের অপ্রতুল মিছে কথা, বরং ধনাগারে বিস্তর অর্থ সঞ্চিত আছে। ইংরাজেরা আমাদের মত পরাধীন না, তাহারা চিরকাল স্বাধীনতার সঙ্গে বাস করিয়াছেন, তাহারা স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে রাজ প্রণালী শিক্ষা পান নাই, ইংলণ্ডের পারলিয়ামেণ্টের অধীনে ইহা শিখিয়াছেন, তাহারা স্বভাবতঃ সরল ও সত্যপ্রিয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সঙ্গে চিরকাল সরল ভাবে ব্যবহার করেন এবং গবর্ণমেণ্টের সত্য প্রিয়তার উপর তাহাদের ভারি আস্থা। তাহারা যখন শুনেন যে ধনাগার শূন্য তখন একবার ইতস্তত না করিয়া তাহা গ্রাহ্য করিয়া লন এবং যখন দেখিলেন যে ধনাগারে অর্থ আছে, তখন এই রূপ বিশ্বাস করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ভুল ক্রমে বলিয়াছিলেন যে ধনাগারে অর্থ নাই। "আমরা পূর্ব্বে অর্থ ছিল না বলিয়া ৩/ হারে ট্যাকস দিতে স্বীকার করি, গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন যে অর্থ আছে, তখন ট্যাকস লইতে পারেনা।" তাহারা এই স্থির করিলেন। কিন্তু এখন দেখিলেন যে, এ তাহাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট নয়, এ আর এক রকমের। এ গবর্ণমেণ্ট সত্যপ্রিয় সরল ন্যায় পরায়ণ বটে, কিন্তু প্রজার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা যাহা বলিবেন প্রজাদের তাহাই করিতে হইবে, ভাল মন্দ, অন্যায় ন্যায় সমুদয় গবর্ণমেণ্টের কাহার নিকট জবদিহি করার প্রয়োজন করে না। এদেশীয় প্রজারা ইহা দেখিয়া বড় একটা আশ্চর্য্য বোধ করেন না ইহাতে তাহাদের সুখ হউক, আর দুঃখ হউক, তাহারা পরাধীন অবস্থায় সুখ শিক্ষা না করুক, দুঃখ সহ্য করিতে অনেক শিখিয়াছে। ইংরাজেরা ইহা সহ্য করিবেন কেন? তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব দেখা যায়, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদের অস্ত্র ধারণ করা বিচিত্র নাই। তাহারা সম্ভবতঃ এরূপ কিছু একটী করিতেছেন। ইংরাজেরা ক্রমেই এখানে বদ্ধ মূল হইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাদের স্বার্থের নিমিত্ত হউক, আর সদ্গুণেই হউক, ভারতবর্ষের উপরে ক্রমে স্নেহ মমতা বসিতেছে। ইংরাজেরা দেশ ছাড়িয়া যেখানে বাস করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা এরূপ নিজের গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন করিয়াছেন। কেনাডা, অষ্ট্রেয়া প্রভৃতি অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক না হউক ইংরাজের সংখ্যা সমতুল্য হইবে। কেনাডা অষ্ট্রেয়া প্রভৃতি উপনিবাস বাসী ইংরাজেরা ক্রমে ইংলণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লোপ করিয়া নিজের পারলিয়ামেণ্ট নিজের গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন। এখনকার ইংরাজেরা যে স্থির হইয়া থাকিবেন এরূপ কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না, তবে এখানে একটী কথা আছে। এখানে দেশীয় লোকে অদ্যাপি নিঃশেষ হয় নাই, কি দেশ পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। এরূপ গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠান করিলে পাছে পরিণামে দেশীয় গণ প্রবল হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় ইংরাজের এবিষয়ে অদ্যাপি উদ্যোগ করেন নাই। ফল ইনকমট্যাকসের নিষ্পীড়ন হইতে তাহারা যদি শীঘ্র নিষ্কৃতি না পান; তবে আর কিছু না হউক, লর্ডমেও ও রাজস্ব মন্ত্রী নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারিবেন না। ভারতবর্ষের স্বার্থ সমর্থন সম্বন্ধে ইংরাজেরা যে উৎসাহ উদ্যোগ ও বিক্রম দেখাইতেছেন, তাহাতে আমরা তাহাদের নিকট ক্রমেই বাধিত হইতেছি। ডেলি নিউস প্রস্তাব করিয়াছেন, দেশ সমেত একত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করান উচিত যে, "আমাদের গবর্ণমেণ্টের উপর সমুদয় আস্থা গিয়াছে"। এটী মন্দ কথা নয়, আমরা এরূপ ভাব সকলেই প্রায় স্বতন্ত্র ২ রূপে এক না এক প্রণালীতে জানাইতেছি, সকলে একত্রিত হইয়া রাজ নৈতিক উপায়ানুসারে এটী গবর্ণমেণ্টের কর্ণ গোচর করিলে বোধ হয় লর্ড মেওর ও ডিউক অব আরগাইলের সিংহাসনও টলিতে পারে। এবং যখন রোদনে তাহারা চৈতন্য হইলেন না, যুক্তিতে চৈতন্য হইলেন না, সেখানে দেশ সমেত লোক একত্রিত হইয়া তাহাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস গিয়াছে একথা বলা ভিন্ন আর কি উপায় বা আমাদের আছে।

জন সংখ্যা।

কোন দেশেই অদ্যাপি সামাজিক বিজ্ঞানের যথোচিত উৎকর্ষ হয় নাই এবং এই নিমিত্ত ইওরোপ ও আমিরিকার অন্যান্য বিষয়ে উন্নত জন সমাজে ভুরি ভুরি সামাজিক পাপের অদ্যাপি প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। শাস্ত্র মাত্রেরই উৎকর্ষ উহার পরীক্ষার উপর নির্ভর করে, সামাজিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা অদ্যাপি সুন্দর মত কোথাও হয় নাই, এ পরীক্ষাটী নিতান্ত কঠিন এবং ইহার অনেক বাধা এবং এই নিমিত্ত ইহা অদ্যাপি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় উৎকর্ষিত হয় নাই!

ভারতবর্ষের সমাজে দীর্ঘকাল হইতে নানা বিধ সামাজিক নিয়ম প্রচলিত ও পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ভারত বর্ষের সামাজিক প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এটী স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। এখানে নায়ার দিগের মধ্যে শস্ত্র মত কোন বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন নাই, যাহার যাহাকে ও যে কয়েক জনকে অভিরুচি হয়, মেয়েই হউক, আর পুরুষই হউক, তাহাকেই সে নায়ক কি নায়িকা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে; আবার ভারতবর্ষের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর সমুদয় ভ্রাতার চিরকাল কুমার অবস্থায় অবস্থিতি করিতে হয়। কুলিন ব্রাহ্মণেরা একজনে সময় সময় শতাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন এবং এক সময় এদেশে এক ভার্য্যার পঞ্চম কি ততোধিক স্বামী গ্রহণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। এদেশে গোত্র প্রবর সমাজ গোষ্ঠী পর্য্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সমঞ্জসা রাখিয়া বিবাহ করিতে হয়, আবার কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে কোন বর্ণ বিচার নাই। হিন্দু সমাজে যদিও এক গোত্রে ও নিতান্ত নৈকট্য কুটুম্বের সঙ্গে বিবাহ হয় না, কিন্তু মুসলমান গণ কর্ত্তৃক এখানে [তাহারও] বিলক্ষণ পরীক্ষা হইতেছে। বিধবা বিবাহ আমাদের কোন কোন সমাজে নিষিদ্ধ, বালিকা বিবাহ কোথাও কোথাও প্রচলিত এবং যুবতী বিবাহও বিরল নহে। পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হইবারও ভিন্ন ২ প্রথা এখানে পরীক্ষিত হইতেছে! কোথাও পিতা, কন্যা কি পাত্র দানে সম্পূর্ণ কর্ত্তা, কোথাও মাতার অনুমতি ভিন্ন কন্যা পাত্রস্থ হয় না, আবার বর কন্যা উভয় কোথাও কোথাও আপন ভার্য্যা কি ভর্ত্তা আপন ইচ্ছায় গ্রহণ করে। এখানে এমন রীতিও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে যে, কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কিছু দিন তাহাকে লইয়া সহবাস করা হয় এবং মন মিল হইলে তাহাকে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করে। আর্য্য, মালয়ীয়, মঙ্গলীয়, প্রভৃতি মনুষ্য জাতির প্রধান কয়েক শাখার শোণিত বিবাহ নিবন্ধন এখানে মিশ্রিত হইতেছে। পৃথিবীতে জল বায়ু ও মৃত্তিকার যত রূপ প্রকৃতি আছে তাহা প্রায় সমুদয় ভারত বর্ষে দেখা যায়, সুতরাং পৃথিবী ব্যাপিয়া এ সমুদয় পরীক্ষা করিলে যে ফল হইত, সম্ভবতঃ এ দেশে সেই রূপ হইতেছে। অন্যান্য দেশীয় পণ্ডিত গণের ন্যায় ভারত বর্ষের শাস্ত্রকারেরা সামাজিক বিজ্ঞান কেউপেক্ষা করেন নাই। তাহারা জা[illegible] সামাজি

নিয়ম মনুষ্যের দোষ গুণের মূল এবং তাহাদের বিবেচনায় তখন যত রূপ সামাজিক নিয়ম থাকিবার সম্ভাবনা ছিল সম্ভবতঃ তাহার পরীক্ষা তাহারা এক না এক আকারে প্রবর্ত্তনা করেন। ফল আমাদের সামাজিক গঠন বিচিত্র। এখানে মনুষ্য অসুন্নত আদিম অবস্থা হইতে উচ্চতম সমুন্নত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সামাজিক রীতি নীতি সমুদয় এখানে দীর্ঘকাল হইতে পরীক্ষিত হইতেছে। এগুলির ফল জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। গবর্ণমেণ্ট যদি এই পরীক্ষা গুলির ফল ভ্রম শূন্য রূপে বাহির করিতে পারেন তবে তাহারা পৃথিবীর সমুদয় জন সমাজের মঙ্গল করিবেন।

১৮৭১ সালে গবর্ণমেণ্ট যে জন সংখ্যা গ্রহণ করিবেন তদুপলক্ষে ইহার পরীক্ষা অনায়াসে হইবার সম্ভাবনা। দেশে দিন দিন যে রূপ পীড়া, অন্ন কষ্ট, নানা বিধ দুষ্কর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে সকল রকম ব্যয় ও যত্ন স্বীকার করিয়া দেশের জন সংখ্যা লওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি দেশে কত লোক, অথবা কত পুরুষ, কত স্ত্রী, কত কন্যা ও কত বালক ইহারই মাত্র একটি তালিকা গ্রহণ করা হয়, তবে জন সংখ্যা কর্ত্তৃক কোন বিশেষ উপকার হইবেনা। জন সংখ্যা এই প্রণালীতে লওয়া উচিত যাহাতে সামাজিক সমুদয় পরীক্ষিত নিয়ম গুলির ফল বাহির হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি এই উদ্যোগে এই ফল গুলি ভ্রম শূন্য রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তবে কেবল ভারত বর্ষের মঙ্গল হইবে এরূপ নহে, জগতের মঙ্গল হইবে। সকল সমাজই এক না এক রূপে এই সমুদয় পরীক্ষিত ফল দ্বারা উপকৃত হইবে। আমরা এবিষয়টীকে ভারি গুরুতর বলিয়া বিশ্বাস করি, এমন কি শাস্ত্রমত জনসংখ্যা লওয়া হইলে দেশ হইতে সম্ভবতঃ সকল রকম দুষ্কর্ম্ম, সকল কষ্ট দুর হইবার সম্ভাবনা। আমাদের এই রূপ বিশ্বাস এবং এই নিমিত্ত আমরা পুনঃ পুন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি।

আমরা ৯ পৌষ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় এসম্বন্ধে গুটী কয়েক প্রশ্নের প্রকটন করি। আমাদের ইচ্ছা আছে, আবার এসম্বন্ধে কিছু লিখিব। জষ্টিস ফিয়ার সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতি এক সময় বিশেষ যত্ন দেখান। দেশের মধ্যে আর অনেক পণ্ডিতও থাকিতে পারেন যাহারা এই শাস্ত্র বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা করিয়াছেন। জন সংখ্যা লওয়ার পূর্ব্বে আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট এই সমুদয় পণ্ডিতগণ দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে এ শাস্ত্রের উন্নতি হইতে পারে তাহার একটী সিদ্ধান্ত করিয়া লন এবং তদনুসারে প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া তাহার উত্তর বাহির করেন। অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক জন সংখ্যা লওয়া নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে কিছুই হইবেনা, লাভের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অর্থ নষ্ট এবং মফস্বলে নিষ্পীড়ন হইবে। আমাদের বিবেচনায় জন সংখ্যা লওয়ার পূর্ব্বে যাহাতে জন সাধারণ লোকে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে সে রূপ কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। ট্যাকসের নিমিত্ত লোকের মনে ভারি ভয় হইয়াছে, তাহারা অনেকে প্রকৃত কথা বলিবে না। এখন অবধি সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ও জমিদার গণের দ্বারা মফস্বলে জন সংখ্যার উদ্দেশ্য লোককে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলের কর্ম্মচারিগণকে অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারি অপেক্ষা সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে এবং ইনস্পেক্টর, স্কুল মাষ্টর, পণ্ডিত প্রভৃতি ইহার কোন ভার লইলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। গ্রামের প্রধান যিনি থাকেন, তাহার উপর ভার দিলে সুন্দর মত কাজ হইতে পারে। এখন অনেক গ্রামে সুশিক্ষিত লোক আছেন, তাহারা আর কিছু না হউক জন সাধারণকে জন সংখ্যার উদ্দেশ্য বুঝাইবার ভার লইলে অনেক উপকার হইবে। পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারিরাও ইহার অনেক ভার সংকুলান করিতে পারেন। ফল গবর্ণমেণ্ট যদি যত্ন কি অর্থ ব্যয়ে ক্রটী করিয়া অজ্ঞ লোকের হস্তে ইহার ভার অর্পণ করেন, তবে ইহা কর্ত্তৃক বিশেষ উপকার হইবে না।

We copy the following amusing para. from a Daily:—

"In the very heart of the town of Balasore are about forty acres of land which are claimed as French territory. The plot is leased by the authorities of Chandernagore to a native *ticcadar* at an annual rental of some Rs. 50. Hoisting an old French flag this Ooria representative of imperial power sets up under its shadow grog-shops; also at the proper season, poles for hook-swinging, and affords for a consideration shelter to all the blackguards of Balasore. It is vain that the local officers post police on all the roads and paths leading to this absurd little Alsatia. Smuggling cannot be stopped; and our native fellow-subject will not be kept back from the spectacle of a genuine Churruck Pooja.

Our countrymen, at least the educated portion, must have by this time learnt that in accordance with a resolution passed in the late Town Hall meeting, the committee of the B. I. Asscoiation purpose to send somebody to move the Parliament early next sessions on the cess and education questions. When this move was resolved, the members forgot one important matter, no measures were taken to supply the committee with the necessary funds. Now the members of the British Indian Association have, we hear, generously undertaken to bear the expenses, but we hope our countrymen will strongly protest against this step. In a common cause, only few must not suffer, or in other words, must not be allowed to take all the glory. It is a glorious privilege to be allowed to help in such a cause, and we hope, our countrymen will no longer delay in coming out with what they can spare. They need not pay much. Just see, if our countrymen and women were to pay a pice each, it would amount to upwards of 6 lacs! We do not want as much, neither 1-12 th as much; but the thing is, it would be impossible to collect such small subscriptions.

THE SEDITION LAW—The proposed Sedition Law of Mr Stephen came upon us with a stunning effect, no wonder then that it should excite so little opposition. We are well nigh exhausted and completely bewildered; and we do not know which way to turn; we have cried, prayed, appealed, solicited, argued, and threatened by turns in vain, we must perforce surrender at discretion and yeild to the mighty torrent which is destined to carry us—where Heaven alone knows. We read in mathematics Newton's doctrine of limits, and this is the limit to which all the recent measures of Government were tending. Perhaps the operation might have been reversed with advantage. If the Sedition Law were enacted first and all the recent measures introduced, Government might have saved itself from much annoyance.

The Sedition Law has met with very little opposition, because the evil news has not as yet reached the majority of the Natives, because the English Press which generally take the lead in such matters are ominiously silent, because exhausted by recent struggles to make even any show of successful resistance, because all have come to fear that the nation's voices are always compared by Government to the representations of the three tailors of the Tooley Street. And after all, who dares to comment upon such a terrible law as is proposed by Mr Stephen? That

monster must not be approached but with extreme caution. Who knows that in going to comment upon that law, the writer may not fall into its clutches?

The Penal Code was originally framed by Mr Macaulay and submitted to the Government of India in 1837. It received the assent of the Governor General in 1860 after being completed by Sir Barnes Peacock and came into force in January 1862. The Code is said to be so perfect and comprehensive that the experience of nine years has shown that it has failed in four cases only, viz, those relating to defining "offence" gambling, whipping and the buying of soldier's arms. Mr Stephen now proposes to add a section to punish persons using seditious language and words. Now the custom of all Legislators in all ages has been to feel a necessity and then to frame laws. It would be simply ridiculous to provide in an American Code to punish those who aid in the burning of widows. Certainly, this is an extreme case, and persons may be found in this country who are seditiously disposed, but before framing such a law Mr Stephen ought to have fortified himself with some strong facts. He ought to have first of all silenced the public by showing that such and such men have escaped their just punishment, because of this defect of the so-called perfect Code. He has no facts to show, facts cannot be found, simply because those who preach sedition never do it publicly much less through the columns of a newspaper. A seditiously disposed person avoids day-light, speaks little, professes much, is full of salams and obsequousness in short he is a Wahabee. Mr Stephen can never show a single example which can justify him in iuflictng us with this Draconic measure. He makes laws by anticipation, and such poor Legislators generally create real evils by going to put out imaginary ones. Jealous husbands teach faithlessness to their wives and we ask what has the Government done to deserve such treatment from the hands of Mr Stephen? Surely we believe that Government has been hasty, impolitic and selfish in some of its measures, but we have yet every hope of seeing them remedied, if not now, hereafter. Why prove by such a measure that Government is really more guilty than it actually is? When Sir Metcalf gave the liberty of the Press, he was enthusiastically cheered by all Englishmen, how long has the British India Government fallen so low that it is afraid of public scrutiny? We speak in all seriousness that if this law is passed Mr Stephen ought to he the first and the greatest offender. It will be said that the Act does not in any way interfere with the liberty of the Press. The Act does, but the English Press have nothing to fear. Their white skin shall be a guarantee that they can never mean ill to the British Indian Government. They are secure and they are silent. They are secure and they pat on the back of Mr Stephen, such is fellow feeling in this part of the world! We can however, remind them that there may be found other Lord Cannings, however, it is not our wish to deal with them today. The same language used by one race is an offence, while by another it is not, though the law equally applies to both. The law as proposed by Mr Stephen stands thus:—

Whoever attempts to excite feelings of disaffection to the government established by law in Britsh Ind a, shall be punished with transportation for life or for any term to which fine may be added, or with imprisonment for a term which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.

Explanation.—Such a disapprobattion of the measures of the Government as is compatible with a disposition to render obedience to the lawful authority of the Goverrment, and to support the lawful authority of the Govern ment against unlawful attempts to subvert or resist that authority, is not disffection. Tl erefore the Government, with the intention of exciting only this species of dispprobation, is not an offence within this clause."

Here is an abortion, a medley of legal sounding nonsense, which is calculated to disgrace the so-called perfect Code. One of the greatest beauty of the Code is that it is perfectly in telligible to the lay people as well as to the lawyer and with such a Code in one's hand, it requires no great legal acumen to dispense justice, or for the people to understand what they should do, and what they should not. We do not understand what Mr Stephen means by the section, neither we fear, is it necessary for his purpose that we should do so. In one part of the section, he is explicit enough, where he provides for the punishment of transportation for life! That we tremblingly understand. But we do not understand what are we to be transported for. "If you go that way I say upon my honor you will be immediately swallowed up by treacherous pitfalls which you will meet in every step, but if you choose, you may go, for there is a safe route which however I an't point out to you." Who can advance a step amidst such definite danger and indefinite security! Thus Mr Stephen takes away by one measure the liberty of the Native Press.

What is the difference between disapprobation and disaffection? If disaffection is disapprobation + something else, we must know what is that something else. If disaffection is disapprobation carried to a certain degree, we must know to what degree? Before we can obey a command, we must understand what it is. "How did you manage with your servants in the N. W. Provinces, since you don't know any of the Native languages?" "Well I told them to do a thing in English, and if they didn't understand me, bang went may stick upon their backs." What is to guide the dispenser of justice and what is to guide the writer or speaker? What may appear seditious language to a magistrate, may be very innocently meant by the writer, what may seem as seditious language to one magistrate may seem very innocent to another and no man can decide between them. In order to be obeyed, the law must be explicit enough. Mr Stephen proposes to punish for evil intention, no temperate or strong language shall save or punish a man but bad or good intention. Now Europeans can never mean ill so they can never exceed legal bounds in their utterances and writings. And how is the intention of the writer or speaker to be judged? Not always by the effect which is produced upon his hearers or readers, for the section begins with "Whoever attempts &c." The intention is to be judged by the languag, and the language by intention! Then again "feelings of disaffection to Government" which Government? The Provincial Government, the Indian Government. or Her Majesty's Government? One may be thoroughly loyal to Her Majesty's Government and may also have no confidence whatever in the Viceroy and the satelites who surround him, is such a man if he attempts to create a dissatisfaction for the Indian Government to be punished for his disloyalty?

That the law will be dassed as soon as convenient we have little doubt but if passed the lives if Her Majesty's subjects shall be at the absolute disposal of every over-zealous and vindictive magistrate. A

thoroughly loyal subject has as little chance of escape as a Wahabee. With the examples of the English Press constantly before them, the Native Press will be apt to forget Mr Stephen and his barbarous law. Whether teachers of English school* or ministers of religion, or public speakers or writers, must infringe Mr stephens law to live or pursue their calling.

ইউরোপীয় সমর।

সম্রাট লুই নেপোলিয়ান প্রুসিয়াতে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার রাণী ও কনিষ্ঠ পুত্র বেলজামে আশ্রয় লইয়াছেন, দুই কন্যার মধ্যে এক কন্যা সুইজরলণ্ডে পলায়ন করিয়াছেন, আর এক জন শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংলণ্ডের আশ্রয় লইয়াছেন। নেপোলিয়ান বংশজ বোনাপার্ট বিখ্যাত করেন, লুই সে বংশ আরো উজ্জ্বল করেন এবং তাহার শেষ পতন এই রূপ হইল! লুই নেপোলিয়ানের বয়স ৬২ বৎসর, তাহার শরীরও অত্যন্ত অসুস্থ, তাহার উপর এই সাংঘাতিক মনস্তাপ, ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি দীর্ঘকাল এ পৃথিবীর কষ্ট সহ্য করিবেন না। তবে তিনি ভাগ্যবাদী, তাহাকে কষ্টে অধিক অভিভূত না করিলেও পারে।

এক্ষণে যুদ্ধের সম্বাদ ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। সমর ক্ষেত্রে প্রুসিয়াগণ ফরাশিশগণ অপেক্ষা চতুর্গুণ যোদ্ধা উপস্থিত করে, তাহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের মধ্যে গোয়েন্দা পাঠায়, সমুদয় বিষয়ের অনুসন্ধান লয়, এমন কি ফারাশিশদের অগ্নি অস্ত্র চেসিপট ও মিট্রালিউস প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী পর্য্যন্ত তাহারা অবগত হইয়াছিল। তাহাদের উদ্যোগ, উৎসাহ, ও তদ্বির সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় তাহারা ফারাশিশ গণের সঙ্গে সমরে প্রবেশ করিবার কেবল ছুতা মাত্র চাহিতে ছিল। বিসমার্ক ইওরোপের সকলকেই বরাবরি বুদ্ধিতে, রাজকৌশলে, চাতুর্য্যে পরাভব করিয়া আসিতেছেন। লুই নেপোলিয়ানের সঙ্গে কেবল তাহার টক্কর যাইত, এবার রাজকৌশলে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছেন। বিসমার্ককে ইউরোপের সকলেই জানেন, প্রুসিয় গণের ধর্ম্ম শূন্যতাও ইউরোপে নূতন বিষয় নহে, তথাচ বিসমার্ক চাতুর্য্য বলে নেপোলিয়ানের মুখ হইতে, "যুদ্ধং দেহি" বাহির করিয়া লইয়া অনেকের নিকট প্রুসিয়ার দিকে সম সুখ দুঃখতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট লুই নেপোলিয়ানের সমরে বন্ধী হওয়া, ফরাশিশ জাতির অপমান, এবং অনেক অংশে প্রুসিয় গণের বৃদ্ধি দেখিয়া এ সম্বন্ধে সাধারণ মত স্রোত অন্য দিকে ক্রমে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইতেছে। প্রুসিয়ার রাজা যখন যুদ্ধে প্রবেশ করেন, তখন তিনি এই রূপ ঘোষণা দেন যে, তিনি ফারাশিশ জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেছেন না, উহার সম্রাট ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য দলকে দমন করাই তাহার যুদ্ধের উদ্দেশ্য। তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নেপলিয়ান রাজ্যচ্যুত হইলেন, দেশে প্রজা তন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হইল, এক্ষণ তিনি যুদ্ধে বিরত না হইলে পৃথিবী সমেত লোক তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। প্রুসিয়া রাজার আর একটী বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে লোকে বলে 'বাড়ীর সময়, প্রুসিয়ার এক্ষণ সেই সময়টী। কিন্তু সকল বাড়ীর সীমা আছে এবং যত দূর ধারণ করা যায় তাহার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। ফারাশিশেরা যদিও যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছে, তথাচ তাহারা যে যুদ্ধ বিষয়ে কত শ্রেষ্ঠ, তাহারা কেমন বীর, তাহার পরিচয় প্রুসিয়গণ পদে পদে পাইয়াছে। যুদ্ধ কালীন মেক মেহন তাহার অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রুসিয় গণের অজস্র অগ্নি বৃষ্টির মধ্যে সৈন্য দল এক স্থান হইতে অপর স্থানে যে ভাবে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া প্রুসিয় মাত্রেই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়াছিলেন। ফ্রান্স এক্ষণ প্রজা তন্ত্র রাজ্য হইল। বোরবন রাজপুত্রেরা যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন এবং সমুদয় ফ্রান্সবাসিরা যুদ্ধে উন্মত্ত হইলে প্রুসিয়গণের কতক্ষণ জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ফ্রান্সে থাকিতে হইবে বলা যায় না। অনেক পণ্ডিতের মত যে, যেরূপ ঝটিকা, বিদ্যুৎ পতন দ্বারা বায়ু নির্ম্মল হয়, ও আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া পৃথিবীর শরীর বলিষ্ঠ ও দৃঢ় করে, এক এক জাতির মধ্যে মাঝে মাঝে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াও তাহাকে সমুন্নত করিয়া তুলে। ফ্রান্স পূর্ব্বে যত বড়ই থাকুক, তাহার বৃদ্ধি ১৭৯৪ সালের রাজ বিপ্লব হইতে। এই সময় ফ্রান্সে ভাবি ভাবি পণ্ডিত সম্প্রদায় জন্ম গ্রহণ করেন। রাজ বিপ্লবে নিমগ্ন হইলে তাহার ফল যদি এই রূপ শুভকর হয়, তবে ফ্রান্সের আর একটী সুসময় উপস্থিত। প্রুসিও রাজার আবার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে তিনি যদি প্রকৃত পারিসে জয়ের সঙ্গে প্রবেশ করেন, তথাচ ফ্রান্সে কখনই আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি যদি উচ্চ অভিলাস ত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধির পরামর্শ লন, তাহা হইলে যে গৌরব ও যশ লাভ করিয়াছেন, তাহাই লইয়া তাহার দেশে প্রত্যাগমন করুন। ইহাতে তাহার অনেকটা মহত্ত্বের পরিচয় দিবে। তাহার আরো বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, তাহার [illegible] অনেক সৈন্য যুদ্ধে আহত ও হত হওয়াতে [illegible] কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে [illegible] তাহার দেশে অনেক শত্রু থাকিবার স[illegible] না, তিনি অনেক রাজ্য প্রবঞ্চনা ক[illegible] লইয়াছেন, এসমুদয় রাজ্য গুলি তাহ[illegible] কখনই মনের সঙ্গে প্রীতি করিতে প[illegible] না, তাহার বৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদের বৈর[illegible] ভাব আরো বৃদ্ধি হইবে, এরূপ অব[illegible] তাহার কিছু সতর্ক হওয়া উচিত। ফ[illegible] শিশগণ এক্ষণ যে প্রাণ পণে যুদ্ধ করিবে, [illegible] হার পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। [illegible] রাশিশগণ কর্ত্তৃক তাহার পরাস্ত হওয়ার বি[illegible] নাই, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহার বৃ[illegible] সীমা এই পর্য্যন্ত। তাহার রাজ্য অ[illegible] আধুনিক, উপরে যত চাকচিক্য থাকুক [illegible] এত অল্পকালের মধ্যে তাহার রা[illegible] ভিত্তি ভূমি কখনই দৃঢ় হইবার সম্ভা[illegible] নাই। প্রুসিয় রাজা আরো কিছু বাড়াব[illegible] করিলে সম্ভবতঃ তাহার বনাপার্ট নেপলি[illegible]নের মত দুর্দ্দশা হইবে।

সংবাদ।

—সীতাপুরে একটী হাতি ক্ষেপিয়া ভয়ানক উ[illegible]দ্রব করিয়াছে, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় কোন [illegible] নষ্ট হয় নাই॥ হস্তিটী প্রথম ইহার সহীসের [illegible] আক্রমণ করে॥ সে কয়েকটী ইষ্টকময় ষ্টাব[illegible] পিছনে আশ্রয় লয়, কিন্তু এই কয়েকটী গৃহ [illegible] করিয়া সে সহীসের মুখ ধাবিত হয়॥ ইতি [illegible] দুই জন ইউরোপীয় মহিলা তাহার সম্মুখে প[illegible]ন॥ তাহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠেন এবং হ[illegible] সহীসকে ছাড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে॥ [illegible] জন পলায়ন করেন, কিন্তু আর এক জন অ[illegible] হইয়া ভূপতিত হন। মৃত্যু মুখ হইতে তিনি [illegible] পাইবেন এরূপ ভরসা কেহই করিয়া ছিল না, [illegible] হঠাৎ এক জন আফগান অশ্বারোহী সেই স্থ[illegible] উপস্থিত হন এবং তিনি শব্দ করিয়া উঠিলে হ[illegible] তাহার পানে রোক করে॥ অনেক কষ্টে হ[illegible] শৃংখলাবদ্ধ হইয়াছে॥ মস্তকের আঘাত দ্বারা এ[illegible] বারান্দা ও পিঠের ঠেশ দিয়া দুটী থাম উহা ভা[illegible] ফেলিয়াছে॥

বোয়ালিয়া হইতে এই দুটী সংবাদ প্রেরিত হইয়[illegible]
—"আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি [illegible] ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে এখানকার আসেসরের অ[illegible]শের এক জন চাপরাসি কাছারিতে বসিয়া কি[illegible] খিতেছিল, এমত সময় পুলিশের ছোট অধি[illegible] সাহেব গোলমাল করিয়াছে বলিয়া রাগান্ধ হই[illegible] তাহার বক্ষঃস্থলে এক পদাঘাত করেন॥ চাপর[illegible] তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ [illegible] রায় বিচারে সাহেবের এক টাকা অর্থ দণ্ড [illegible]য়াছে॥

গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রাতে আমাদের শ্রদ্ধ[illegible] লেপটেনান্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে বাহাদুর বোওয়াল[illegible] নগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন॥ তিনি অপ[illegible] ৫ পাঁচ টার সময় জেল পরিদর্শন করেন, ৩ রা তা[illegible]খে প্রাতে পোষ্টাফীশ, দাতব্য চিকিৎসালয়, দেখি[illegible] ২ দুইটার সময় প্রধান২ জমিদার এবং উচ্চ পদ[illegible] রাজ কর্ম্মচারি গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন; তাঁ[illegible] আলাপে এবং শিষ্টাচারে সকলেই যথেষ্ট প্রীতি[illegible] লাভ করিয়াছেন॥ ৩টার সময় গবর্ণমেন্টের স্কু[illegible] তৎপর স্ত্রী সম্মান বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া, ৪টা[illegible] [illegible] ফরিদপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন॥

---

* A Head master wrote to us that while explaining a passage to his pupils he was struck with the idea that he wastransgressing Mc Stephen's law.

ডালেহাউসির চারিজন ইউরোপীয় সৈনিক ...য় ইতি মধ্যে বড় বীরত্ব দেখাইয়াছেন। একটী ...লুকে কোন স্থানে ভারি উৎপাত করে॥ অনেক ...য় এই কথা তাহাদিগকে বলে॥ তাহারা তাহার ...ভব্যাহারে সেই স্থানে গমন করেন॥ ভালুক ...বা মাত্র চারি জন সৈনিক পুরুষই পলায়ন ...ন॥ মধ্য হইতে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে লইয়া ...ছিল, সেই বেচারার উপর ভালুক আসিয়া আ... করে এবং তাহাকে এরূপ আহত করিয়াছে ...াহার জীবন সংশয়॥

—বাঙ্গলার গোমস্তাধানের সুপারিন্টেডেট ডা... ...র চার্লস লেফটেনেন্ট গবরণরের নিকট প্রস্তাব ...য়াছেন যে যাহাতে সমুদয় বাঙ্গলায় ইংরাজি ...া প্রচলিত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য এবং তিনি ...প বন্দ বস্তের কথা বলিয়াছেন তাহাতে সম্বৎ ইহাতে ১৩৬০৮০ টাকা ব্যয় পড়িবে কিন্তু তিনি ...লন যে সম্ভবতঃ তাহার ব্যবস্থা মত টিকার প্রচলন ...লে বৎসর ১০৮৮৬৪০ জনের টিকা দেওয়া হই... এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে দুই আনা ক... ...া লইলে খরচ উঠিয়া যাইতে পারে। হাসপাতা... ...র ডিপুটী ইনেস্পেক্টর অব জেনরেল ডাক্তার স... ...রেগের মতে গবর্ণমেণ্টের বল দ্বারা ইংরাজি টিকা ...দেশে প্রচলন করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে গোরুব বিজ... ...া টীকা দেওয়া অনেক দিন অবধি প্রচলিত ...য়াছে, কিন্তু সেখানেও অদ্যাপি এবিষয়টী সর্ব্ববা... সম্মত হয় নাই॥ আমাদের দেশে ইহার পরী... ...ক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই যে গবর্ণমেন্ট ...দ্বার ইহা প্রচলিত করিতে পারেন কি ইহার ...মস্ত লক্ষ টাকা বৎসর ব্যয় করেন॥ এদেশে ...কার সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে॥ যখন টিকা ...য় তখন হিন্দুরা শীতলার পুজা প্রভৃতি অনেক ...ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, আবার অনেক পরি... ...র টিকা দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ॥ এমন অবস্থায় ...দ্বারা ইহা প্রচলিত করিলে লোকের ধর্ম্মের উ... ...গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা॥

—বারানসীর রাজা দেবনরায়ণ সিংহের পিতার ...ন বাবু হর নারায়ণ সিংহ, এবং তাহার প্রপিতা... ...হের নাম বাবু আসান সিংহ॥ ইনি রাজা বলবন্ত ...সিংহের এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র চৈত ...সিংহের মন্ত্রী ছিলেন॥ আসান সিংহ ইংলিশ গবর্ণ... ...ন্টের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন এবং এই নিমিত্ত ...নি এক জন গণ্যগণ্যর মধ্যে হইয়া উঠেন, কিন্তু ...হার মৃত্যুর পর আবার তাহার বংশ নগণ্যের ...য় পতিত হয়॥ ১৮৫২ সালে বারানসীতে লোকে ...মেন্টের বিরুদ্ধে উঠে এবং মাজিষ্ট্রেটকে আক্র... ...করে ও দেবনারায়ণ সিংহের পরিশ্রম যত্ন ও উ... ...যোগে, বারানসীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়॥ এই ...র্য্যের নিমিত্ত তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে "রায় বাহা... ...র„ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ সালে যখন সিপা... ...যুদ্ধ হয়, তখন তিনি গবর্ণমেন্টের বিস্তর সা... ...য্য করেন। তিনি অর্থ দ্বারা পরিশ্রম দ্বারা, এ... ...ন কি আপনার জীবন বিপদাপন্ন করিয়া ও গবর্ণ... ...মেন্টের সাহায্য করেন এবং এই উপকারের নি... ...মিত্ত গবর্ণমেন্ট তাহাকে "রাজা„ উপাধি দেন ...এবং তাহার পর সর উপাধি প্রদান করেন॥

গত ১লা সেপ্টম্বরে বারানসীতে অনেকে সমবেত ...হইয়া, রাজার মৃত্যু নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া... ...ছেন এবং বিজনিয় গ্রামের রাজার প্রস্তাব অনুসা... ...র ও বারানসীর মাজিষ্ট্রেটের পোষকতার সাব্যস্ত ...য় যে, বারানসীতে টাউন হল প্রস্তুত হইলে তাহা... ...তে রাজা দেবনারায়ণ সিংহের একটী প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইবে॥ ইহার নিমিত্ত একটী চাঁদা খুলিবারও প্রস্তাব হয় এবং বিজনিয় গ্রামের রাজা হাজার টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন॥

—আমরা কলিকাতা রিভিউ হইতে বিখ্যাত তিতুমিরের জীবন বৃত্তান্তটী লইলাম॥ বশির হাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে তিতুমিরের জন্ম হয়॥ তিতু এক জন বিখ্যাত মাল ও লাটিয়াল ছিল॥ সে নদীয়ার এক জন জমিদারের সরকারে চাকুরী করিত। এক দাঙ্গায় বাধিয়া সে ফাটকে যায় ফাটক হইতে খালাস হইয়া দিল্লি প্রস্থান করে এবং দিল্লী রাজ বংশের সঙ্গে মক্কায় তীর্থ যাত্রায় গমন করে। সেখানে গিয়া বিখ্যাত ওহাবী সৈদ আহামুদের সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়া তাহার শিষ্য হয়॥ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে ওহাবি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে এবং অল্প দিনের মধ্যে নারিকেল বাড়ীয়াতে তাহার বিস্তর শিষ্য হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃ অঃ মূড়াখড গাছির জমীদার বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র রায় তাহার ওহাবি প্রজাদিগের প্রতি দাড়ির উপর ২॥ টাকা করিয়া কর বসান। ওহাবি দিগের সঙ্গে তাহার একটী দাঙ্গা হয়। উভয় পক্ষ বারাশাত মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করে। ১৮৩১ শালে একটী খাওয়া দাওয়ার উপলক্ষে তিতু তাহার সমুদয় শিষ্য একত্রিত করিয়া বাঁশ দিয়া কেল্লা প্রস্তুত করে এবং ৫০০ লোক সমভিব্যাহারে পূর্ণ নামক গ্রাম লুঠ করে॥ তাহার পর তাহারা কৃষ্ণনগর জেলায় লাউঘাটা গ্রাম লুঠ করে। তাহারা শেষে ক্রমেই অত্যাচারের বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর গবর্ণমেনট ২০ জন সিপাহী, এক জন জমাদার ও এক জন হাবিলদার তাহাদিগকে দমন করিতে পাঠান। এলেকজাণ্ডার নামক একজন সাহেব সিপাহী দিগের কাপ্তেন হইয়া যান। তিনি দারগা এবং তাহাদের সঙ্গে বরকন্দাজ সিপাহী প্রভৃতি ১২০ জন যোদ্ধা লন এবং এলেকজেণ্ডার তিতুমিরের নিকট পরাস্ত হন। তাহারা দারগাকে মারিয়া ফেলে, সিপাহী, বরকন্দাজ ও বিস্তর মারা পড়ে। নদিয়ার মাজিষ্ট্রেটও তাহাদের নিকট পরাস্ত হন। ১৮৩২ খৃ অঃ আলেকজাণ্ডার আবার অধিক সৈন্য সামন্ত লইয়া তিতুকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে তিতু এবং তাহার দল ধ্বংশ হয় এবং তাহার সেনাপতি গোলাম মসুম ধৃত হইয়া আলিপুরে তাহার ফাশী হয়।

—এদেশে শৃগালের অত্যাচার ক্রমেই প্রবল হইতেছে॥ সে দিন চুঘরে হইতে এক জন আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে শৃগালের অত্যাচারে লোকে দিনের বেলা পথে চলা ফিরা করিতে পারেনা॥ আজ দিন চারিক হইল আমাদের এখানে এক জন ভদ্র লোকের একটী দুই বৎসরের কন্যা শৃগালে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে॥ কন্যার মাতা রাত্রে মেয়ে ঘরে রাখিয়া রসই ঘরে গিয়াছেন ইতি মধ্যে গৃহে শৃগাল প্রবেশ করিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, মেয়ে কাঁদিয়া উঠায় সকলে আসিয়া পড়ে এবং শৃগাল তাহাকে ফেলিয়া পলায়॥ কন্যাটির মুখ ও গলা শৃগাল কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে॥ সে এক্ষণ বাঁচিয়া আছে॥

—আজ কয়েক দিন হইল কলিকাতায় এক জন সন্ন্যাসী আইসে এবং সে প্রকাশ করে যে সামান্য ধাতু সে স্বর্ণে ও স্বর্ণ বহু মূল্য প্রস্তরে পরিণত করিতে পারে॥ আমাদের দেশের এক জন ধনাঢ্য জমিদার তাহার কথায় বিশ্বাস করেন এবং নিজের বিস্তর টাকা গহনা, পয়সা মোহর ও অপরকেও প্রবৃত্তি লওয়াইয়া তাহাদের নিকট হইতে বিস্তর ধাতু পাত্র, টাকা, মহর, গহনা প্রভৃতি আনিয়া সন্যাসীর নিকট স্বর্ণ ও হিরক করিতে দেন॥ সন্যাসী রাত্রে যোগে বসে, এবং বলে যত ক্ষণ সে ঘন্টার শব্দ না করে সে পর্য্যন্ত তাহার নিকট যেন কেহ উপস্থিত না হয়॥ জমিদারের সন্যাসীকে করিয়া ভারি বিশ্বাস তথাচ সাবধানের নিমিত্ত জন কয়েক পাহারা রাখিয়াদেন॥ রাত্রের প্রথমে যোগ আরম্ভ হয়, এবং সারা রাত্রের মধ্যে সে আর ঘণ্টার ধ্বনি করে না, সকলে গিয়া দেখেন যে কোথায় সে সন্যাসী আর কোথায় সে গহানা পত্র ও টাকা কড়ী, সমুদয় লইয়া সে রাত্রে পলায়ন করিয়াছে॥ জমিদার ঋণ করিয়া ও অর্থ লোভে অনেক টাকা সন্যাসীর নিকট স্বর্ণ হিরক করিতে দেন এবং আমরা শুনিলাম অদ্যাপি সে ঋণ দায়ে তিনি মুক্ত হন নাই॥ সম্প্রতি দিল্লি গেজেটে আমরা এই রূপ আর একটী ঘটনা দেখিলাম॥ আলাহাবাদের সেক্রেটরিয়েট অফিসের এক জন ক্লার্কের নিকট এক জন ফকির আসিয়া বলে যে সে ধাতু মাত্র স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে॥ ক্রমে দুটী একটী পরীক্ষা করে এবং ফকিরকে করিয়া ক্লার্কের অচলা ভক্তি জন্মে এবং তিনি তাহার স্ত্রীর নিকট একথা প্রকাশ করেন॥ স্বামীর বিশ্বাসে এ দেশীয় স্ত্রী গণের বিশ্বাস॥ তাহার ও সুতরাং ফকিরকে করিয়া অচলা ভক্তি হয়, এবং এক দিন ক্লার্ক কাছারি গিয়াছেন, ইতি মধ্যে ফকির তাহার স্ত্রীর নিকট গিয়া বলিল যে, আমার যোগ সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণ তোমার স্বর্ণ, রূপা, তামা সমুদয় আমাকে দাও, আমি স্বর্ণ হিরক, রূপা স্বর্ণ ও তামু রোপা করিয়া দিব॥ স্ত্রী আহ্লাদে আট খানা হইয়া গহনা পত্র টাকা কড়ি, যথা সর্ব্বস্ব ফকিরকে আনিয়া দেয় এবং সে সমুদয় লইয়া প্রস্থান করিয়াছে॥

—এসিয়াটিক নামক এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় রাজ শাসন ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে কিরূপ চলিতেছে সে বিষয় অনুসন্ধান নিমিত্ত একটী বিশেষ সভার অধিবেশন পক্ষে সকলেই এক মত হইয়াছেন॥ ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোশিয়েশন হইতে এই মর্ম্মে এক খানি আবেদন পার্লিয়েমেন্টে পড়িবার উদ্যোগ হইতেছে॥ এবার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত কালীন হাউস অব কমনস যেরূপ ভাব দেখান, তাহাতে এরূপ কোন প্রার্থনা পার্লিয়েমেনট হইলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে॥ আমাদের ব্রিটীশ ইণ্ডীয়ান এসোশিয়েশন ইংলণ্ডে এই সময় প্রতিনিধি পাঠাইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা॥

বিবিধ।

ইতি মধ্যে সংবাদ পত্রের সম্পাদক দিগের মধ্যে একটী ভারি সভা হইয়া গিয়াছে। উপস্থিতঃ—দেখন হাসী, শব্দ সাগর, সকল তার মধ্যে, অল্প ফাইত, অন্তর টিপনি, আমিই কেবল বুঝি, সদল পোষক প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক গণ। "আমিই কেবল বুঝি" সভা পতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি। সম্পাদক গণ! আর কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ষ্টিফিন সাহেব সিডিসনের আইন প্রস্তুত করিতেছেন, এখন আমাদের ব্যবসায় আর কি প্রকারে চলে। একটু ছুতা পাইলেই অমনি দ্বীপান্তর, এমন অবস্থায় ভাল কথা, মন্দ কথা কিছুই লিখিতে সাহস হয় না, এখন ইহার কি করা কর্ত্তব্য তাহা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে।

সকল তার মধ্যে। আইনটা একবারপড়ুন দেখি।

সভাপতি। যে ব্যক্তি ভাষা দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অন্যকে মত লওয়াইবে তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লিখিবেন, তাঁহার দণ্ড হইবে না।

ব্যক্তি অতি ঠণ্ডা ভাবে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিবেন তাঁহারো দণ্ড হইবে, যে ব্যক্তি অতি কড়া ভাবে লিখিবেন তাঁহারো দণ্ড হইবে না।

অন্তর টিপনি। মহাশয়, এটি কি প্রহেলিকা? কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

সভাপতি। প্রেহেলিকা কেন, আইনের পাণ্ডুলিপিটী পড়িলাম।

অন্তর। মহাশয়, কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

সভপতি। কেন, এত বেশ সহজ।

দেখন হাঁসি। বলিতে কি, আমও বুঝিতে পারি নাই।

শব্দ সাগর। আমার ও এই মান্যবর শ্রীযুক্ত টিফিন সাহেবের সংকল্পিত আইনের পাণ্ডু লিপিটীর প্রকৃত অর্থের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে নিসন্দেহ হইবার অভাব আছে।

সভাপতি। কেন, এত বেশ সহজ।

দেখন। ছাই সহজ, দন্ত স্ফুট ও করা যায় না।

অন্তর। সকলের পক্ষে সহজ না হইতে পারে। আপনি বুঝাইয়া দিউন।

সভাপাত। সে কি, একটু মনোযোগ করুন তবে আপনি আপনি বুঝিতে পারিবেন এখন; "যে ব্যক্তি ভাষা ভাষা দ্বারা ব্রিটিশ—"

দেখন। এত গোলে কায কি, আপনি বুঝাইয়া দিউন না।

সকলে। আপনিই বুঝাইয়া দিউন, উহা আমাদের দ্বারা হইবে না।

সভাপতি। কি আশ্চর্য্য, এরূপ সহজ বিষয় সমুদায় যদি আপনারা না বুঝিতে পারেন তবে সম্পাদকীয় কার্য্য আপনারা কি রূপে—

অন্তর। সকলের ধড়ে সমান বুদ্ধি থাকে না, আপনি বোঝাইয়া দিউন।

সকলে। আপনিই বোঝাইয়া দিউন।

সভাপতি। মনোযোগ পূর্ব্বক আইনের পাণ্ডুলিপির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া, "বলছে কি যে যে ব্যক্তি (পাণ্ডুলিপির উপর আবার দৃষ্টিপাত) যে যে ব্যক্তি, অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি, অবশ্য সে ব্যক্তি কোন ভারতবর্ষ বাসী হইবে (পাণ্ডুলিপির উপর আবার দৃষ্টিপাত) বলছে কি, বলছে যে, আমার মাথা মুণ্ড বলছে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

জলকাইৎ। মহাশয়, আইন বোঝা যাউক না যাউক একটা বুঝিতেছি যে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু না লিখিলে আর কোন দোষ হইবে না, আমাদের এত কথায় কায কি, ইনকম ট্যাকস আমাদের ভাল বলিলেও থাকিবে না, মন্দ বলিলেও উঠিবে না সেখানে আমাদের ভাল বলায় ক্ষতি কি?

দেখন হাসি॥ (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তা হয় না, আমি একটা ভাবছি, আমাদের এ ব্যবসায়ে ত অন্ন নাই, আমরা ইহা ছাড়ান দিয়া কৃষি ব্যবসায় করি গিয়, আপদ বালাই আর কিছু থাকিবে না

সকলতার মধ্যে। এরূপ করিলে হয় না, আমরা এক রূপ ভাষা করি যাহা আর কেহ বুঝিতে না পারে॥

সদল॥ তাহা হইলে যাহারা পড়িবে তাহারা বুঝিবে কি প্রকারে?

সভা। এক পরামর্শ করিলে হয় আমাদের পাঠক দিগের সহিত একটী সাব্যস্ত থাকে যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সম্বন্ধে আমরা যখন যাহা বলিব তাহার উলটা বুঝিতে হইবে॥

জলকাইত॥ তাহা হইলে সকলের আগে আমি মারা পড়িব॥

অনেক পরামর্শের পর সাব্যস্ত এই হইল॥

সভাপতি প্রস্তাব করিলেন ও সকল তারমধ্যে পোষকতা করিলেন॥ "যে হেতু দেশীয় সংবাদ পত্রে যে সমুদায় সন্দেশ থাকে তাহা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিবেচনা হওয়াতে রাজভক্ত সম্পাদক গণ এই অবধি পাঠক গণের নিমিত্ত যে সমুদায় সন্দেশ প্রেরণ করিবেন তাহা আর এক রূপ হইবে॥ ক্ষুধার্ত্ত পাঠক গণ উহা সুস্বাদু করিবার নিমিত্ত উহা হইতে প্রশংসার ভাগ খানিক ছাকিয়া ফেলিয়া উহাতে অর্দ্ধ শের পরিমাণ গালি মিশাইয়া লইবেন॥"

সভাপতিকে ধন্যবাদের পরে সভা ভঙ্গ হইল॥

প্রেরিত।

মহাশয়। কতিপয় বান্ধবগণের বাক্যানুসারে সাধারণ জনগণের উপচিকীর্ষার্থে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রান্তর্গত সংস্কৃত শারীরী বিজ্ঞান যথাক্রমে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কিদংশ আপনার অমৃত প্রসবিণী পত্রিকায় প্রস্তুত হইলে কার্য্যান্তরে স্থানান্তর গমন জন্য কিয়ত কাল যাবত সংকল্প সিদ্ধি বিষয়ে বঞ্চিত ছিলাম॥ পুনরায় তৎ প্রকটনে প্রবৃত্ত হইলাম পত্রিকৈককোণে বিন্যস্ত করিয়া বাধিত করিবেন। পরন্তু শব্দ কাঠিন্য দোষে রচনার অবশ্যই তুষ্টতা জন্মে স্বীকার্য্য কিন্তু সংজ্ঞা শব্দের কাঠিন্য দোষ দূরীকরণ করিতে গেলে ইহার সহযোগী স্বতন্ত্র ১ খানি নবাভিধানের আবশ্যকতা করে॥ তাহাতেও যে রূঢ়ার্থ সংজ্ঞ শব্দের কোমলতা সংসাধন হইতে পারে ইহা বিবেচনা সিদ্ধ হয় না॥ যে হউক সংজ্ঞা শব্দ গুলিন উক্ত হইলে পরে ভাবার্থ শব্দ স্থলে কাঠিন্য ভাব প্রকাশ পাইবেক এমত বোধ করিনা। ক্রমেণ দ্রষ্টব্যং কিমস্যং অল্পনেনেতি॥

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মল ৩ প্রকার। ১। স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম জল। যাহার ইংরাজি নাম পারসপিরেসন॥ পিত্তোষ্মা দ্বারা রক্ত যে পরিমাণে গরম হইতে থাকে, রক্তের বাষ্প হইতে সেই পরিমাণে ঘর্ম্ম জল উদ্গত হইতে থাকে॥ একারণ রক্তের মধ্যমাবস্থায় অর্থাৎ নাত্যুষ্ণ নাতি শীতলাবস্থায় স্বেদ ও নাত্যল্প নাত্যধিক পরিমাণে হইয়া শরীরের সুকুমারতা ও সুস্নিগ্ধতা সম্পাদন করে। ঘর্ম্মের আধিক্য হইলে শরীরে দুর্গন্ধ ও গাত্র কণ্ডূ জন্মে। এমন কি কখন কখন দেখা গিয়া থাকে রক্তের অত্যাধিক উষ্ণতা হেতুক অত্যাধিক ঘর্ম্ম হইয়া শরীরে রক্তমাত্র থাকেনা এবং তদগতিকে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হয়। আর যে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত না হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহার দিগের রোম কূপ স্তব্ধ এবং চর্ম্মের শুষ্কতা হইয়া স্পর্শ গুণ বোধ থাকেনা। তাহারও কারণ রক্তের অল্পতা। রক্তপিত্ত রোগাধ্যায়ে কোন কোন গ্রন্থ কর্ত্তার মতে রক্ত এবং পিত্ত একই পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচনা সিদ্ধ হয় না, কারণ রক্ত এবং পিত্তের কার্য্য, কারণ, প্রকৃতি, স্থান, ভিন্ন ভিন্ন।

২। মূত্র বা ইউরিণ। শুক্ত দ্রব্য পরিপাকানন্তর রস জন্মিয়া সারভুত নির্ম্মল অংশের দ্বারা রক্ত জন্মে এবং অসুস্থ ভাগ মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রাশয়ে গতি করিয়া নাভির অধঃ যাহাকে বস্তিস্থান বলে তাহার পরিপূর্ণতা ও সংক্লেদতা করে॥ মূত্রের ক্ষয় হইলে বস্তিস্থান শূন্যতা ও শুষ্কতা হেতুক বেদনা যুক্ত হয় এবং মূত্রের অল্পতা জন্মে এবং বৃদ্ধি হইলে বস্তিস্থান স্ফীত ও বেদনা যুক্ত এবং মুহু মুহু মূত্র নির্গত হয়।

৩। পুরিষ বা একছক্রিমেট॥ আহারীয় দ্রব্য পাকস্থলী অর্থাত যাহাকে আমাশয় * বা ষ্টোমাক বলা যায়॥ তথায় গতি করিয়া পরিপাকান্তর রস নির্ম্মুক্ত হইলে যে খলীবত পদার্থ থাকে তাহার নাম পুরি[ষ] ইহা দ্বারা শরীরের গুরুতা জন্মে এবং শরীর [ধারণ] বায়ু ও অগ্নি রক্ষিত হয়। দেহ হইতে এই মলে[র] ক্ষয় হইলে হৃদয় এবং পার্শ্বে ভঙ্গবত বেদনা [হয়] এবং বায়ু শব্দের সহিত উর্দ্ধে গমন ও কুক্ষিতে গ[মন] করে। বৃদ্ধি হইলে পক্কাশয়ে শব্দ ও কটিদেশে মল দ্বার প্রভৃতি স্থানে বেদনা জন্মে। এই তি[ন] প্রকার মলের স্বভাব, প্রকৃতি, ও হ্রাসবৃদ্ধি রূপ বিকৃ[তি] উক্ত হইল। প্রকৃতির বিকৃতি হইলেই তাহাকে রো[গ] বলা যায়। এস্থানে "ব্যাধি বিপরীত চিকিৎসা" অর্থাৎ এই সকল মলের বৃদ্ধি হইলে যাহাতে হ্রা[স] হয় এবং হ্রাস হইলে যাহাতে বৃদ্ধি হয় এই ম[ত] চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কেননা সমতা রাখাই শরী[র] রক্ষার কারণ।

শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তঞ্চ জীবনং।
তস্মাদযত্নেন সংরক্ষেৎ যক্ষ্মিনো মল রেতসী।

যক্ষ্মা শব্দ উপলক্ষণ পদ মাত্র রোগ মাত্রেই এ[ই] নিয়ম। শরীরী মাত্রেরই শুক্রাধিক্য বলাধিক্য ও ম[লা]ধিক্যে জীবনের আধিক্য এই নিমিত্ত প্রকৃতিস্থ ম[ল] ও রেতঃ অর্থাৎ শুক্রের রক্ষা করিবেক ও বিকৃতি হইলে তাহার দূরীকরণে যাত্নিক হইবেক॥

দোষ ৩ প্রকার। বায়ু, পিত্ত, কফ॥

স্বয়ম্ভুরেষোভগবান বায়ুরিত্যভি শব্দিতঃ॥
সবায়ুঃ পঞ্চধা ভিন্নো স্থান নাম স্বকর্ম্মভিঃ॥

অরুক্তরূপ স্বয়ম্ভু ভগবান বায়ু দেহকে আশ্রয় করিয়া স্থান, নাম, কর্ম্মভেদে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হই[য়া] শরীর রক্ষা করিতেছেন॥ যথাঃ—

১॥ যিনি হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করিয়া রক্তকে চা[লন] করিতেছেন এবং আকর্ষণ শক্তিদ্বারা ভোজ্যদ্রব্য গ[লা]ধিঃকৃত হইলে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আমাশ[য়ে] প্রেরণ করতঃ দেহকে ধারণ করিতেছেন তাহা[র] নাম প্রাণ বায়ু॥ বা ভুতাত্মা॥ তাহার স্থান হৃদয়।

২॥ যৎ কর্ত্তৃক, বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তব শোণিত, [ও] গর্ভ যথাকালে পরিচালিত হইয়া অধোদেশ দিয়া নির্গত ও স্থকিত হয় তাহার নাম অপান বায়ু তাহার স্থান পায়ু॥ অর্থাত মল দ্বার অবধি পক্কাশয় পর্য্যন্ত এই বায়ুর ধারণ গুণ আছে এই হেতুক ধারণাশক্তিই অধিক॥ চালনা শক্তি অল্পপরিমাণে অপান বায়ুকে আশ্রয় করে॥

আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে নাভি মণ্ডল যাহাকে জ্যোতিঃ স্থান বলে তথায় জঠরাগ্নি রূপ পিত্ত অব[স্থান] করে। কর্ত্তারূপ, বায়ু ঐ পিত্ত রূপ অগ্নি [দ্বারা] আমাশয়স্থ অন্নাদি পরিপাক করিয়া সারাংশ ও [ম]লাংশকে বিশেষ রূপে পৃথক২ করিয়া পৃথক২ স্থানে চালনা করেন। ইহার নাম সমান বায়ু। আশ্র[য়] স্থান নাভি মণ্ডল।

যাহার শক্তি দ্বারা হাস্য, গীত, বাক্য, শব্দ, শ্বাস, প্রশ্বাস, বমন, উদগার, এবং চতুর্ব্বিধ ভোজ্য দ্রব্য গলাধঃ করণ হয়, তাহার নাম উদান বায়ু॥ ইহার স্থান কণ্ঠ দেশ॥ ইহার কার্য্য বহন করা॥

যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে রস ধাতুকে বহন করিয়া গতি করেন তাহার নাম ব্যান বায়ু॥ তৎ কর্ত্তৃক স্বেদ এবং রক্ত ও সকল শরীরে চালিত হয় এবং এই ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীরে গতি করে বলিয়া ইহার আশ্রয় স্থান সকল শরীর॥ প্রস্পন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন, ধারণ, এই পঞ্চ প্রকার কার্য্য ব্যান বায়ু দ্বারা সমষ্টি রূপে ও অন্য ৪ বায়ু দ্বারা ব্যষ্টি রূপে নি[ষ্]পন্ন হয়॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

শক ১৭৯২। ২২ ভাদ্র } শ্রী প্রসন্ন কুমার সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মোং কসবা॥

* "নাভেঃস্তনান্তরং স্থান মমাশয়ং প্রচক্ষ্যতে।"

সম্পাদক মহাশয়॥

আমাদিগের শান্তি পুরের পোলিসে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক জন সব ইনেস্পেক্টর ছিলেন যাহার সুশাসনে শান্তি পুরস্থ সমুদয় ব্যক্তি শান্তি লাভ করিয়া রাত্রে ঘরের কপাট মোচন করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইত, দেশ বিখ্যাত চোর, জুয়াচোর প্রভৃতি বদ মাইস সমস্ত দস্যু, বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া চাষ বাসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, জালিয়াত গণ হস্ত গুটাইয়া বসিয়াছিল, দাঙ্গা, হেঙ্গাম এমন কি সামান্য মারা মারী ইত্যাদি একেবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, রাসের সময় শান্তিপুরে একটী বৃহত মেলা হইয়া থাকে, প্রায় ১০॥১৫ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া সহর লোকারণ্য হইয়া পড়ে, গাঁট কাটা, জুয়াচুরি, সিদ চুরি প্রভৃতি ঐ কয়েক দিন এত অধিক হইয়া থাকে যে ত্রৈলোক্য বাবুর পূর্ব্বে অনেক ভাল ভাল ইনেস্পেক্টর ও সারেক দারগারা আসিয়া কেহই কোন মতে উহা নিবারন করিতে পারেন নাই॥ ত্রৈলোক্য বাবু যে দুই বৎসর আমাদিগের শান্তিপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন ঐ সকল অত্যাচারের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাই, ইনি গ্রামের কে ভদ্র লোক কে বা অভদ্র লোক বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাকে কাহার ফাকি দিবার সাধ্য ছিল না, একটি চুরি হইলেই সকল বদ মাইস গুলিকে ধরিয়া আনিয়া অনায়াসে চুরির সন্ধান করিয়া লইতে পারিতেন, অনেকে তাঁহাকে পুজা দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুর থাক বরং তাহারা নিজ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এবং সর্ব্ব গুনান্বিত ব্যক্তিকে যখন পোলিস নিয়মানুসারে নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্থানান্তর করিবার আদেশ করেন তখন আমরা গ্রামস্থ সকলে সব ইনেস্পেক্টর বাবুর স্থানান্তর বদলি রহিত হওয়ার নিমিত্ত সুপারিন্টেণ্ডেন টের নিকট দরখাস্ত করায় সাহেব আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না॥ সম্পাদক মহাশয় আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার জগত বিখ্যাত পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়টি লেখনান্তর ইনস্পেক্টর জেনারেলের কর্ণ গোচর করিয়া বা অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করত আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন তবেই আবার ত্রৈলোক্য বাবুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নতুবা আর উপায় নাই॥

১২৭৭ সাল } একান্ত বসম্বদ
১৩ই. ভাদ্র } শ্রীঃ—

মুল্যপ্রাপ্তি।

বাবু রাম দুল্লভ সান্যাল, যমুনা, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু হরি মোহন ভট্টাচার্য্য, দোমলা, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু পঞ্চানন চৌধুরী, হরিল্লা, ৭৭ সালের অগ্রহায়ণেরশেষ ৮

বাবু বনমালী ভট্টাচার্য্য, উত্তর দিঘনা, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ১০

বাবু হরি চরণ বিশ্বাস, বিনোদপুর ৭৭ সালের আশ্বিনের শেষ ৮

বাবু রমণী কান্ত রায়, শ্রীরামপুর, ৭৭ সালের মাঘের শেষ .. .. ৪।০

বাবু গোবিন্দ প্রসাদ সেন, ঝামাপুকুর, ৭৭ সালের ভাদ্র ৮

বাবু রাম মোহন পালিত, কোকুলী ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু মোহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের ভাদ্র ৫

বাবু বিপীন বেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহিজাম, ৭৭ সালের অগ্রাহায়ণ ২৸০

বাবু প্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জামালপুর ৭৬ সালের মাঘ ১০

শ্রীমতী সৌদামীনী বসু, বিদ্যানন্দকাটি, ৭৮ সালের জৈষ্ঠ ২

বাবু শশী ভূষণ সেন, দিনাজপুর, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু সজনী কান্ত চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৭৬ সালের মাঘ ৬

বাবু কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝিনিদহা, ৭৭ সালের মাঘ ....৩ টাকা দশ আনা

বাবু দুর্গাবর মিত্র, দুর্ব্বাডাঙ্গা, ৭৬ সালের চৈত্র শেষ ৫

বাবু হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস, গোবিন্দপুর, ৭৭ সালের বৈশাখের শেষ ৮

বাবু মনি প্রসাদ দেবে, কাচাড়, ৭৮ সালের আষাঢ় ৮

বাবু নীল কণ্ঠ বিদ্যারত্ন, চাটখোলা, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি, সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয়ে আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য। মূল্য তিন আনা। প্রণেতা শ্রীযুত যদু নাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহজান কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারনের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টারি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮৭ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মাল বৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার

অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এম মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার এনগ্রেবার॥ ৩৮ নং বাটী পটটোলা পটল ডাঙ্গা কলিকাতা॥ অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ড মজুমদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন॥ মুল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা কেহ নগদ ২৫ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন॥

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু মতি লাল ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা

ষাম্মাসিক	৩	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা

ষাম্মাসিক	৪৸০	১।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৴
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়॥